সম্পাদকীয় / Editorial

প্রকৃতিতে লেগেছে শরতের ছোঁয়া। আকাশে মেঘের ফাঁকে ইতি-উতি চোখে পড়ছে গাঢ় নীল আকাশ, নদ-নদী হ্রদ বর্ষার বারিধারায় পরিপূর্ণ, গ্রামবাংলার মাঠে-ঘাটে স্নিগ্ধ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে সাদা কাশফুলের গুচ্ছ আর সরোবরের জলে দিক আলো করে ফুটে রয়েছে রক্তিম পদ্মকোরক।

আজ বাতাসে কান পাতলে শোনাযায় আনন্দময়ী মায়ের আবাহনী। আমাদের মন আপ্লুত হয় আদ্যাশক্তিকে বরণের সঙ্কল্পে, আনন্দানুভূতিতে। প্রতি বছরের ন্যায় এ-বছরও আমাদের আশ্রম প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে নবরাত্রির উৎসব শ্রীশ্রীমায়ের তত্ত্বাবধানে। ধূপ-দীপ ও পুষ্পগন্ধে আশ্রম প্রাঙ্গণ হবে আমোদিত। আমরা সকল গুরুভাইবোন ভক্তি বিনম্র চিত্তে মাতৃ চরণে অঞ্জলি দিয়ে তাঁর বর ও অভয় প্রার্থনা করব।

মহামায়া সনাতনী নিত্যা — তিনিই বন্ধন ও মোক্ষের কর্ত্রী। তিনি বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা হয়েও ত্রিগুণাতীত, তিনি নির্গুণ পরমব্রহ্মের চিতিশক্তিরূপা। তিনি পরাসম্বিৎময়ী অবাঙ্মানসগোচর কুমারী মাতৃকা, আবার মর্ত্যলীলায় তিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপ শিবের শক্তি অর্দ্ধনারীশ্বরী, দক্ষ দুহিতা উমা ও হিমালয় কন্যা পার্বতী। সেই আদ্যা শক্তিকে সাধক হৃদয়ে উপলব্ধি করার সাধনাই মাতৃ সাধনা। এই আদ্যা শক্তি বাৎসল্য রসের আধার — তাই যুগে যুগে আদ্যা প্রকৃতি বা আদ্যা প্রকৃতির অংশসম্ভূতাকে অবলম্বন করেই মহাত্মাগণ মর্ত্যলোকে জীবদেহ ধারণ করেন। তাই মাতৃ সাধনায় আমরা দেখতে পাই শক্তি ও ভক্তির এক অলৌকিক মেলবন্ধন, যাহার সম্যক্ উপলব্ধি ঘটেছিল তন্ত্রমহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জীবনে। আজ দেবীপক্ষের পুণ্য লগ্নে, আমরা সকল গুরুভাইবোন ভক্তি বিনম্রচিত্তে সম্যক্ আদ্যাশক্তি রূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের চরণাম্বুজে ভক্তি-কমল নিবেদন করে ও সকল গুরুমহারাজগণের চরণবন্দনা করে ধন্য হলাম।

The touch of the autumn is in the air. Patches of blue appear amidst plumes of cloud, the ponds and rivers are brimming with water, white plumes of kash flower adorn the fields while coral red lilies have started to sprout in lakes and ponds.

The breeze carries the auspicious footsteps of the Mother Goddess. We can feel this resonance in our hearts and become overcome with pure joy. This is the time of the year when we, the Ashramites, devotees and disciples of Sree Shree Maa join our hands in humble prayer and devote ourselves to usher in the Omnipresent Adyashakti in Her material form. The days ahead will be filled with joyous unite and piety while the heady aroma of flowers and incense fill the air.

The Supreme Mother is eternal – she is the driver behind all bondage and liberation. She is beyond the realms of speech, mind and senses. She encompasses the three main virtues (gunas), yet She is beyond them. She is the primordial energy conjoined with Parambrahman. She is the KumariMatrika and in heaven, She manifests Herself as the consort of Shiva, as Uma Haimavati and Parvati. The realization of Her true self is what the saints term as "matrisadhana".

Adyashakti is also the embodiment of extreme tenderness. That is why all great saints and avatars always appear as the offsprings of direct manifestations of Adyashakti amongst the saintly mothers. In worshipping the Supreme Goddess, one can observe a sublime combination of Shakti and vatshalya (tenderness). The great saint Krishnananda Agambagish is a glowing example amongst the saints to witness and realize this subtle confluence.

On the auspicious occasion of Mahalaya and Navaratri, we offer our humble obeisance to the lotus feet of Sree Sree Maa, the embodiment of Adyashakti and seek blessings from her and all Guru Maharajas to deliver us from material bondage and guide us in the path of true spirituality.